ভূমিকা

ভূমিকা লিখতে বসে মনে হল, রহস্যের কোনও ভূমিকা আদৌ কি লেখা সম্ভব? রহস্য মানেই তো অজানা, অপ্রত্যাশিত, অন্ধকার এবং আকস্মিকতার মেলবন্ধন। ভূমিকার সৌজন্য দেখিয়ে কোনও রহস্যের শুরু হয় না। হতে পারে না। রহস্য জন্ম নেয় গোপনে, দানা বাঁধে আগোচরে। রহস্যের সঙ্গে অপরাধ মিলে গেলে সেটা হয়ে ওঠে আরও বিপজ্জনক। তখন ঘুণপোকার মতো সবার অলক্ষ্যে ক্ষয় চালিয়ে যায়। যতদিনে মানুষ সেটা বুঝতে পারে, তত দিনে হয়তো প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেছে। এই বইয়ের কাহিনিগুলো অপরাধ, রক্তক্ষয়, মৃত্যুর শেষে আলোর সন্ধান দেয়।

বইটিতে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উপন্যাসিকা সহ পাঁচটি বড়ো গল্প সংকলিত হয়েছে। এর বেশিরভাগই রহস্যভেদী পিউকলি চাটার্জীর আখ্যান। কাহিনিগুলো কাল্পনিক হলেও পুরোপুরি অসত্যও নয়। আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে, যা অপ্রত্যাশিত, যা আমাদের ভাবনাতীত, যা আমাদের শকে ও শোকে মুহ্যমান করে তোলে। অথচ জীবনের পরতে পরতে রহস্য। সেগুলোর কিছু হয়তো চির অন্ধকারেই থেকে যায়। কেউ জানতেও পারে না। আবার কিছু ঘটনা আলোতেও আসছে। তেমনই কিছু আলোয় আসা রহস্য সেগুলোর পূর্ণ বিভীষিকা এবং রক্তস্নাত পূতিগন্ধময় নরকতুল্য ইতিহাস নিয়ে পরিবেশিত হল এই বইয়ে।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিটির কাহিনির মূল উপজীব্য হল জীবন। ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, মোহ, কাম, ইত্যাদি রিপু আক্রন্ত মানুষের জীবন। এমন জীবনকেই তো ছায়ার মতো অনুসরণ করে অন্ধকারে মোড়া রহস্যের মায়াজাল। রহস্য-আঁধারে নিমজ্জিত সেইসব কিছু জীবনের কাহিনি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার একটা প্রয়াস রইল।

গুয়াহাটি
১৫.০১.২০২৫

সুস্মিতা নাথ

সূচিপত্র

পরির মৃত্যু	৯
বিষ	৪৭
কার কণ্ঠহার	৬১
উনিশটি খুন এবং...	৮৭
এক নাটক একাধিক মঞ্চ	১০৫
অসকাল	১৩১

পরির মৃত্যু

একটা পরির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। হ্যাঁ পরির দেহ। অবিশ্বাস্য শোনালেও খবরটা দিনের আলোর মতোই সত্যি। দেহটা যে পরিরই এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বনবীথি পার্কের বাইরে যে রাধাচূড়া গাছটা আছে, ওটারই নীচে মরা পাখির মতো নিঃসাড় পড়ে আছে দেহটা। দিঘল ডানা দু'টি ছড়িয়ে আছে শরীরের দু'পাশে। দেখে মনে হচ্ছে যেন নকশি করা বর্ণময় শাড়ির আঁচল মেলে তাতেই শুয়ে আছে এক অপরূপা রমণী। ফুটপাথের ধূলিধূসর রুক্ষ টাইলসে হেলায় লেপটে আছে তার মাথাভর্তি একঢাল চুল। ছাঁচে গড়া মুখখানা কোমল নিষ্পাপ। রূপকথার গল্পে শোনা পরিদের মতোই সুন্দরী সে। প্রথম দেখায় মনে হবে যেন ডাগর চোখ দু'টি মুদে পরম সুখে নিদ্রিত কোনও স্বর্গচ্যুত অপ্সরা। যেন ডেকে দিলে এখনই জেগে উঠবে। কোনও যন্ত্রণা বা কষ্টের আভাস নেই কোথাও। বরং কমলার কোয়ার মতো পুরু দুটি ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি এবং পরম শান্তির প্রকাশ।

অদ্ভুত এই প্রাণীকে দেখতে শহর ভরা লোক ছুটছে পার্কের দিকে। একে পরি, তায় আবার চিৎ হয়ে পড়ে থাকা নারী দেহ। ফলে চোখ ও মন সমস্তটা দিয়ে দৃশ্যসুখ লুটেপুটে নিচ্ছে সবাই। তবে সুখের কথা হল, খুব সাধারণ এবং দায়সারা গোছের হলেও ফিনফিনে শ্বেতশুভ্র এক পোশাক আছে পরীর শরীরে। নাহ, ঠিক পোশাক বলা ভুল হবে, মনে হচ্ছে যেন ব্যান্ডেজের মতো দীর্ঘ কাপড়ের টুকরো পেঁচিয়ে নিজেকে ঢেকেছে সে। গলার ঠিক নীচে বুকের উপর থেকে শুরু করে উন্নত স্তনযুগল, পেলব সরু কোমর হয়ে হাটুর নীচ পর্যন্ত এভাবেই ঢেকে সম্ভ্রম রক্ষা করেছে সে। কেবল মুখমণ্ডল, কাঁধ, হাত এবং হাটুর নীচ থেকে পা জোড়া উন্মুক্ত, নিটোল এবং পরিষ্কার। অবিকল মানুষের মতোই। ডানা দু'টি না থাকলে যে কেউ একে সাতারের পোশাক পরা কোনও সুন্দরী বলে ভেবে নিত। যত বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ

দেহটির সঙ্গে জুড়ে থাকা বাহারি ডানাজোড়াই।

তবে, ডানা দু'টি একেবারে স্বতন্ত্র। ওগুলোকে ঠিক পাখির ডানার মতো দেখতে নয়। বরং পাখি আর পতঙ্গের ডানার সম্মিলিত রূপ বলা যায়। পাখির ডানার মতো অসংখ্য ছোটো ছোটো পালক থাকলেও আকৃতি এবং রঙে প্রজাপতির ডানার মতো। সব মিলিয়ে হঠাৎ দেখলে একটা দানব প্রজাপতি মনে হতে পারে। যাইহোক, ডানার আকার-প্রকার-আকৃতি যেমনই হোক, ডানাযুক্ত মানুষকে পরিই বলা হয়। এক্ষেত্রেও তাই সর্বসম্মতিক্রমেই পরির দেহ বলে চিহ্নিত হল দেহটা।

এই শহরতলীতে যারা থাকে তারা তো বটেই, পড়শি এলাকাগুলির থেকেও দলে দলে লোকেরা পরি দেখতে আসছে। খুব স্বাভাবিক। এমন ঘটনা তো আগে কখনও শোনা যায়নি। ছেলেবেলা থেকে পরিদের নিয়ে কত গল্পই না শোনে লোকে, কিন্তু কেউ কখনও পরি দেখেছে কি? দেখেনি। সত্যিকারের পরি-দর্শন সম্ভবত এই প্রথম। সম্ভবতই বা বলা কেন, নিশ্চিত ভাবে এটাই প্রথম। এমন সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ পরি-দর্শন এর আগে কখনও ঘটেনি। পৃথিবীর কোনও জায়গাতেই নয়।

হাওয়ার বেগে নয়, বলা ভালো আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। অজয়নগর ছাড়িয়ে জেলা, রাজ্য, হয়ে দেশ থেকে বহির্বিশ্বে আলোড়ন তুলে ফেলল অতি অল্প সময়েই। সৌজন্যে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম। ঘরে বাইরে প্রতিটা মানুষের মুখে এই নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। অনুমান করা হচ্ছে, ওভারহেড ইলেকট্রিক তারে লেগে বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রাণ হারিয়েছে পরিটি। যদিও পোস্টমর্টেম হওয়ার পরেই নিশ্চিত ভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে, পরিটার মৃত্যু নিয়ে জনমানসে যতটা না শোক, তার চাইতে ঢের বেশি বিস্ময় আর কৌতূহল। কিছুটা হয়তো আনন্দের আবহও আছে। কারণ, একটা ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত যে, ওটা মারা গিয়েছে বলেই সবার একে দেখার সৌভাগ্য হল। নইলে আগে কে কবে পরি দেখেছে?

এখন বিশ্বজুড়ে অতিমারীর আবহ। কোভিড আতঙ্ক ছেয়ে আছে সোনারপুর থেকে সিঙ্গাপুর সব জায়গায়। সারাক্ষণ অতিমারীর খবর, ক্রমবর্ধমান আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের পরিসংখ্যান দেখিয়ে চলা টিভি চ্যানেলগুলি আচমকাই নতুন বিষয় পেয়ে একেবারে চনমনে হয়ে উঠেছে। কোভিডের নতুন রূপ, সিম্পটম, হাসপাতালে বেডের ক্রাইসিন, অপ্রতুল অক্সিজেন সাপ্লাই, এই নিয়ে নেতাদের একে অপরকে দোষারোপ, ইত্যাদিকে

ব্যাকফুটে রেখে এখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃত পরিটাকে নিয়ে। প্রতিটা চ্যানেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে ওই একই দৃশ্য। রাধাচূড়া গাছের নীচে শায়িত পরির দেহ। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোলাপি রাধাচূড়া। কিছু ফুল পরির শুভ্র শরীরেও। যেন আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হয়েছে।

অজয়নগরের বাইরে যারা থাকে, যারা স্বচক্ষে পরিটাকে দেখতে পারেনি, তাদের চোখ টিভির স্ক্রিনে আটকে আছে এখন। খবরের পাশাপাশি বিশিষ্ট ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ডেকে এ নিয়েই দফায় দফায় আলোচনা সভা, বিচার বিশ্লেষণ চলছে। নানা জনের নানা মত এবং বিবিধ সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাচ্ছে। তবে সবই তাদের অনুমান। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছে যে, এমন ঘটনায় তাঁরা যারপরনাই বিস্মিত। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি এবং বাঘা বাঘা বিজ্ঞনীদের নিয়ে গবেষক কমিটিও বসে গিয়েছে।

তবে মানুষের যা স্বভাব! প্রথম প্রথম কেউ কেউ ব্যাপারটাকে হোক্স বা মিথ্যে সাজানো বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এও বলছিল, এটা নাকি কোভিড এবং দেশের যাবতীয় সমস্যা থেকে লোকের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা রাস্ট্রীয় চক্রান্ত। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমগুলো এমনভাবে প্রচারে নেমে পড়ল যে, এখন খুব অবিশ্বাসী এবং নিজেকে দারুণ যুক্তিবাদী ভাবা লোকটাও মানতে বাধ্য হচ্ছে, কিছু একটা ব্যাপার তো বটে।

পিউকলি নিজেও হয়তো এই অবিশ্বাসীদের দলেই পড়ত। পরি-ফরি নিয়ে আজব রূপকথায় ভোলা মেয়ে সে কোনোদিনই নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুরু থেকেই ব্যতিক্রম ঘটল। এর কারণ দুটো। প্রথমত ঘটনাটা ঘটেছে ওর নিজের শহরেই। দ্বিতীয়ত, ওর নিজেরও জিনিসটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম যে দু'-দশজন জগার্স ও মর্নিং ওয়াকাররা দেহটা দেখেছিল, পিউকলি তাদের মধ্যে একজন। রোজ একদম ঘড়ি ধরে ভোর পাঁচটায় জগিং করতে বেরোয় পিউকলি। আজও তেমনই বেরিয়েছিল। রোজকার মতো সোজা চলে এসেছিল বনবীথি পার্কের কাছে। পার্কের ভিতরে সচরাচর ঢোকে না সে। পার্ক ঘিরে চারপাশের রাস্তা ধরে জগিং করে ও। ভোরের দিকটায় যানবাহনের প্রকোপ থাকে না মোটেই। নির্বিঘ্নে তাই স্বাস্থ্যচর্চা করা যায়। পার্কের চারপাশে প্রত্যেক প্রদক্ষিণে এগজাক্টলি এক কিলোমিটার পথ চলা হয়। সে হিসেবে ওয়াকিং ও জগিং মিলিয়ে রোজ পাঁচ কিলোমিটারের কোটা ও সম্পন্ন করে। কিন্তু আজকে সেটা হতে পারেনি। কেন না প্রথম প্রদক্ষিণের সময়েই পার্কের মূল গেটের ডানদিকে রাধাচূড়া গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। দূর

থেকেই ভিড়টা দেখেছিল। একটু কাছাকাছি আসতেই দেখল, উপস্থিত লোকগুলো সাংঘাতিক উত্তেজিত। কী যেন খুব মন দিয়ে দেখছে সবাই। এরপর অকুস্থলে পৌঁছে নিজেও যখন দেখল, তখন সত্যি বিস্ময় ধরে রাখতে পারছিল না। ওর সারা জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনও ঘটেনি। একই অবস্থা অন্যান্য সবারই।

প্রাথমিক বিস্ময় যখন কাটল, তখন পরিটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল ওর। কী অপূর্ব এক নারীমুখ! যেন ডাইরেক্ট স্বর্গ থেকে ল্যান্ড করেছে পুরাণে উল্লেখিত কোনও দেবী। ঘন কালো চুল, মাখনের মতো পেলব ত্বক, নিখুঁত মুখমণ্ডল, গোলাপ রঙা টুসটুসে ঠোঁট, ধনুক বাঁকা ভুরু, আর আধবোজা চোখ দুটি যেন দু'টি দীঘল পদ্ম পাপড়ি। দেহে প্রাণ না থাকা সত্ত্বেও নিষ্পাপ নির্মল মুখটায় মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নেই। কোনও যন্ত্রণা বা কষ্ট নেই অভিব্যক্তিতে। বরং ওতে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে পূর্ণতা ও শান্তির আভাস। তিনটে অত্যুৎসাহী ছেলে পরিটার ডানা দু'টি টেনে টেনে যাচাই করছিল, ওটা সত্যিই মৃত কি না। কিংবা প্রাণীটা রক্ত মাংসের, নাকি নকল কিছু। টানাটানিতে দু'-তিনটে পালক উঠে এসেছে ওদের হাতে। ওদের দেখাদেখি আরও দু'-তিনজন পরিটার সারা শরীর নেড়ে-ঘেটে-টিপে-ধরে দেখতে শুরু করল। পিউকলি বার বার বারণ করা সত্ত্বেও কেউ পাত্তা দিচ্ছিল না। উলটে এদের উন্মাদনা বেড়ে চলছিল। পিউকলি বুঝতে পারছিল, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিটাকে খাবলে খাবে অসভ্যের দল। সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করতে পকেট থেকে স্মার্ট ফোনটা বের করল ও। ঠিক তখনই সেখানে পুলিশ এসে পৌঁছয়। হয়তো কেউ আগেই খবরটা দিয়েছে তাদের। আর এতেই রক্ষা হয়। নইলে প্রাণীটাকে অক্ষত থাকতে দিত না। দেহটার চারপাশে কর্ডন করে পাহারায় দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিশ।

এর পরেও অনেকক্ষণ ওখানে ছিল পিউকলি। দ্রুত ভিড় বাড়ছিল সেখানে। মৌমাছির ঝাঁকের মতো শয়ে শয়ে লোক আসছিল। কে বলবে অতিমারি চলছে? সংক্রমণ ও নিজেদের প্রাণের তোয়াক্কা না করেই জমায়েত হচ্ছে সবাই। এমনকি পিউকলি নিজেও ফোন করে বাবাকে সব জানিয়ে বলেছিল এসে দেখে যেতে। নইলে এমন অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত বাবা। বাবাও তাই চলে এসেছেন। বাবা ও মেয়েতে মিলে নিজেদের মোবাইল ফোনে অজস্র ছবি তুলল। বাড়ি ফিরে বিছানাবন্দি মাকে সেসব দেখাবে। নিজেরাও আবার খুঁটিয়ে দেখবে। কয়েকটা ছবি তখনই

ফেসবুক আর ইন্সটাগ্রামেও পোস্ট করে দিল পিউকলি। দেহটা যতক্ষণ না সরিয়ে নিল পুলিশ, ওরা ওখানেই থাকল। স্বাভাবিক ভাবেই একরাশ বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে যখন ঘরে ফিরল ওরা, তখন অনেকটাই বেলা গড়িয়েছে। এরমধ্যেই গণমাধ্যমগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য খবরটা। বাড়িতে এসেও টি-ভির খবরে চোখ রেখে বসে আছে পিউকলি। আজকে আর অন্য কাজে মন বসবে না। প্রতি মুহূর্তের আপডেট না-পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না। একই সঙ্গে মোবাইল ঘেঁটেও দেখে নিচ্ছে কোনও নতুন কিছু জানা যায় কি না। ইদানীং ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়াও যে এক শক্তিশালী তথ্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছে, সেটা পিউকলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। এ কথা সত্যি যে, অজস্র বিভ্রান্তিকর খবর ও তথ্য ছড়াতেও এর তুলনা নেই। কিন্তু ছাঁকনি দিয়ে মিথ্যের কাদামাটি ছেঁকে পরিশ্রুত জল বের করে নেওয়ার কৌশল জানলে, অনেক জ্ঞানপিপাসা অনায়াসে মিটতে পারে।

দুই

সত্যি বলতে কী, মৌরবী যখন মুখের থেকে মাস্কটা সরালো, ওর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল পিউকলি। সবিস্ময়ে বিস্ফোরিত দুই চোখে অন্তত আধ মিনিট টানা তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মৌরবী মৃদু হেসে বলল, "এবার বিশ্বাস হল তো?"

নাহ, এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না পিউকলি। দুজনের চেহারার এতটা মিল হতে পারে! এ তো অবিশ্বাস্য!

মৌরবী বলল, "আমরা যমজ বোন ছিলাম। ছিলাম বলছি কারণ ও তো আর নেই। অনেকদিন থেকেই নেই। ছোটোবেলাতেই ওকে হারিয়েছি আমরা। কিন্তু এ ভাবে যে আবার ওর দেখা পাব, আমাদের সুদূরের কল্পনাতেও ছিল না।"বিস্ময়ের রেশ পুরো কাটেনি, তবু কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে পিউকলি। বলল, "এ কথা ঠিক যে, আপনাদের দুজনের মুখশ্রীতে খুব মিল আছে। কিন্তু আপনি কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন যে, সে আপনার বোনই? আপনি তো নিজের চোখেও বডিটা দেখেননি বলছেন।"

"কিন্তু ফেসবুকে আপনার পোস্ট করা ছবি দুটো দেখেছি। এরপর টিভির খবরেও দেখলাম। আপনার তোলা ছবিটা মাকেও দেখাই। মা-ও আমার মতো নিশ্চিত যে, সে আমার হারিয়ে যাওয়া যমজ বোন মৌলীনাই। এক মা তার

সন্তানকে চিনবেন না, সে হতে পারে?”

মৌরবীর কথা শুনে পিউকলির ভুরুর উপরে হালকা একটা ভাঁজ পড়ল। গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। এমনিতেই সকালে দেখা পরিটার ছবি এখনও মনে ছেয়ে আছে। উপরন্তু এখন মৌরবীর কথাগুলো শুনে ওর মাথাটা একেবারে ঘেঁটে যাচ্ছে। একেবারেই আজব লাগছে ওর দাবিটা। কারণ কোনও যুক্তিতেই সেটাকে মেলাতে পারা যাচ্ছে না। এখন বেলা বাজে সাড়ে এগারোটা। একটু আগেই মৌরবী ওদের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটা ওর ফেসবুক ফ্রেন্ড। যদিও প্রায় হাজার পাঁচেক ফ্রেন্ডদের মাঝে মৌরবীকে মোটেই আলাদা করে চিনত না পিউকলি। মুখোমুখি পরিচয় তো ছিলই না। মৌরবীই ঘণ্টা খানেক আগে ওর সঙ্গে ইনবক্সে যোগাযোগ করে বলল, দেখা করতে চায়। ব্যাপারটা নাকি খুব আর্জেন্ট। পিউকলি প্রথমে আগামী রবিবার আসতে বলেছিল। কিন্তু মৌরবী যখন জানাল যে, সে সদ্য পাওয়া পরিটার লাশ সম্পর্কে কিছু জানাতে চায়, তখন নিজেও নড়েচড়ে বসেছিল ও। এরপরেই মৌরবীকে তখনই আসতে বলে। এখন মৌরবীর সঙ্গে মৃত পরির চেহারার সাযুজ্য দেখে পিউকলি যাকে বলে যারপরনাই স্তম্ভিত। কিন্তু মৌরবী যা বলছে, সেই দাবি মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাই বলল, “আপনাদের চেহারার সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কিন্তু এমন হওয়া একেবারে অস্বাভাবিকও কিন্তু নয়। এক বা একাধিক লোকের সঙ্গে চেহারার মিল কিন্তু অনেক দেখা যায়।”

“তাই বলে এতটাই মিল! একদম হুবহু এক?”

“হ্যাঁ এমনও হয়। ফিল্মি হিরোদের ড্যামিদের কথা তো শুনেছেনই, আরও একটা উদাহরণ দিই। আপনি জানেন কি না জানি না, আমেরিকায় নিয়মিত মেরিলিন মনরো লুক অ্যালাইক কন্টেস্ট হয়। এবং প্রতিবারই প্রচুর প্রতিযোগী এতে যোগ দেয়। আর আশ্চর্যের কথাটা হল, দেখা যায় যে, অবিকল সেই লাস্যময়ী আগুন সুন্দরী মেরিলিনের অসংখ্য লুক-অ্যালাইক সত্যি সত্যিই রয়েছে। অনেক সময় তো সবচাইতে মিলযুক্ত নারীটিকে বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে বিচারকদের পক্ষে। সকলেই যেন এক একজন মেরিলিন মনরো। সবচেয়ে বড়ো কথা, কেবল দেহ সৌষ্ঠবই নয়, প্রতিযোগীদের আদব-কায়দা, চাহনি, অভিব্যক্তি, এমনকি বাচনভঙ্গি পর্যন্ত সেই ডিভার সঙ্গে মিলে যায়। তা হলেই বুঝুন, একই মানুষের একাধিক লুক অ্যালাইক থাকা কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়।”

সহমত জানায় মৌরবী, "সে ঠিকই। কিন্তু..." মৌরবী আরও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু ওকে সে সুযোগ না দিয়ে পিউকলি বলে চলল, "আরও কথা আছে। আপনি বলছেন এ আপনার বোন। কিন্তু এ তো এক পরি। তার দু'টি ডানাও আছে। পিঠের দিকটা অধিকাংশই পালকে ঢাকা। আর যতদূর মনে হচ্ছে, ডানা দুটো এবং পিঠ ঢেকে রাখা পালক, ইত্যাদি আসলই। তা হলে সে কীকরে আপনার বোন হবে? আপনার বোনের কি কোনও ডানা ছিল?"

আধ সেকেন্ড মতো নিশ্চুপ বসে থাকে মৌরবী। তারপর অন্যমনস্কের মতো দু'পাশে মাথা ঝাঁকায় সে। খুলে রাখা মাস্কটা আবার পরে নিয়ে বলল, "হতে পারে। হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন ম্যাম। সেখানেই আমার একটু সংশয়। তথাপি আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, ও আমার হারিয়ে যাওয়া বোনটাই। আজকে সকালে আপনার ফেসবুক পোস্টটা দেখে আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। নিজেরও অবিশ্বাস্য লাগছিল সব। একবার আপনার মতোই ভাবছিলাম, এ কীকরে আমার বোন হবে? চেহারার মিলটা হয়তো নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার। এরপর মাকে যখন ফটোটা দেখাই, মা এক দেখাতেই বলল, এ মৌলীনা না হয়ে যায় না। মা একদম নিশ্চিত যে এটা তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেয়েই। আর এটা যে তার মেয়েই, এ ব্যাপারে একটা যুক্তিও দেখাল মা।"

"সেটা কী?"

"সেটা হল..." বলতে বলতে আবারও মুখের থেকে মাস্কটা খুলে ফেলল মৌরবী। তারপর আঙ্গুল দিয়ে নাকের বাঁ দিকে ইশারা করে বলল, "এই দেখুন, একটা তিলের মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন?"

পিউকলি তাকিয়ে দেখল, মৌরবীর নাকের ঠিক অগ্রভাগেই বেশ কালো স্পষ্ট একটা তিল। মৌরবী বলল, "এটা ঠিক তিল নয়, জন্মদাগ। এবার আপনার তোলা ছবিটা দেখুন, পরিটারও নাকেও ঠিক এ জায়গাতেই দাগটা আছে। তবে বাঁ পাশে না হয়ে ওরটা ডান পাশে। আমার মা বলছিল, এই চিহ্ন দেখেই নাকি বুঝতে পারত আমাদের মধ্যে কে মৌরি আর কে মৌলী। মা আমাদের দুই বোনকে এই নামেই ডাকত।" মৌরবীর কথা শুনতে শুনতেই স্মার্ট ফোনের ফটো অ্যালবাম খুলে ফেলেছে পিউকলি। এরপর পরিটার ছবি বের করে যতটা সম্ভব জুম করে স্ক্রিন জুড়ে নাকটা ফোকাস করল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, সত্যি সত্যিই পরির নাকেও অবিকল তেমন একটা চিহ্ন আছে। খুঁটিয়ে না দেখলে আপাতভাবে তিল বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

আর হ্যাঁ, এটা তার নাকের ডান পাশেই! পিউকলি এবারে ভয়ানক হতবাক। চেহারার মিল তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই চিহ্নটাও মিলে যাবে! ঠিক এ কথাটাই মৌরবীও বলে উঠল, "তা হলে বলুন, দুজন মানুষের চেহারায় এমন একটা দাগও একই রকম এবং একই জায়গায় থাকতে পারে?"

"ব্যাপারটা আমার বড়ো অদ্ভুত লাগছে জানেন?" মোবাইলে ছবিটার দিকে চোখ স্থির রেখেই আনমনে বলে উঠল পিউকলি।

"আপনি প্লিজ খবর নিন ম্যাম। যাকে পাওয়া গিয়েছে, সে নিঃসন্দেহে কোনও পরি-টরি নয়। সে আমার হারিয়ে যাওয়া বোন। নিশ্চয়ই কেউ ওকে মেরে আর্টিফিশিয়াল ডানা-টানা লাগিয়ে এভাবে পরির মতো সাজিয়ে রেখে গেছে।" কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পিউকলি। ওর কোনও যুক্তি বুদ্ধিই কাজ করছে না। তবে বুঝতে পারছে, পরিটার ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া দরকার। সম্ভবত মৌরবীর দাবিটাকেও উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর যদি কোনও ভিত্তি থেকে থাকে, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। একটি হারিয়ে যাওয়া মেয়ের সঙ্গে বিস্ময়কর পরিটার মিসিং লিংক কিছু যদি সত্যিই পাওয়া যায়, তবে পরি রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক সাহায্য হবে। আপাতত মৌরবীর সেই যমজ বোন সম্পর্কে জেনে নিতে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বোনটি সম্পর্কে কিছু বলুন। কবে এবং কীকরে সে হারিয়ে গেল?"

"মৌলী আমার চেয়ে আধঘণ্টার ছোটো ছিল। বুঝতেই পারছেন, আমরা ছিলাম আইডেন্টিকাল টুইন। হুবহু এক দেখতে। আমার বাবা ও ঠাকুমাও আমাদের আলাদা করে চিনতে পারত না। শুধু মা ঠিক বুঝত, কোনটা আমি আর কোনটা মৌলী।"

"সে হারাল কবে?" মৌরবী ট্র্যাক হারাচ্ছে দেখে বলে উঠল পিউকলি।

মৌরবী একটু ভেবে নিয়ে বলল, "সে অনেক দিন আগের কথা ম্যাম। আমরা তখন কিন্ডারগার্টেনে পড়ি। সবে চার বছর তিনমাস যখন বয়স, তখনই আচমকা একদিন মৌলী হারিয়ে গেল।"

"কোত্থেকে হারাল? বাড়ি থেকে না স্কুল থেকে?"

"বাড়ির থেকেই ম্যাম। যে বাড়িটায় আমরা ভাড়া থাকতাম, সেটার সামনে কিছুটা খোলা জায়গা ছিল। ওখানে পাড়ার বাচ্চারা সবাই খেলাধুলা করত। ঘটনার দিন আরও কিছু বাচ্চার সঙ্গে আমরাও খেলছিলাম। তখনই কী করে যে মৌলী কোথায় চলে গেল, বলা ভালো কে যে ওকে তুলে নিয়ে গেল

কেউ খেয়ালই করিনি। আসলে এত ছোটো ছিলাম যে, দেখলেও হয়তো বুঝিনি।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? মায়ের কাছে শুনেছি প্রচুর খোঁজা হয়েছে ওকে। থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরি করার পরে পুলিশও খুব চেষ্টা করেছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি, টিভিতে বলা, সব হয়েছে। কিন্তু ও যেন হাওয়ার মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল। কোনোভাবেই কোনও খবর পাওয়া গেল না।"

"কোনও খবরই নয়? কোনও সূত্র বা সেই ধরনের কিছু... কিংবা কেউ কিডন্যাপ করে থাকলে মুক্তিপণ চাওয়া, কিছুই নয়?"

"উঁহু। কিচ্ছু না।" ঠোঁট কুঁচকে বলল মৌরবী, "সেটাই সবচেয়ে বড়ো রহস্য। চার বছরের একটা শিশু তো একা একা হারিয়ে যেতে পারে না। তাকে নিশ্চয়ই কেউ নিয়ে গেছে। কিন্তু কে নিল, কেন নিল, সেসব কোনও হদিসই পাওয়া গেল না। আমার ঠাকুমা তো এই শকটা আর নিতেই পারেনি। মৌলী হারিয়ে যাওয়ার মাস তিনেকের মধ্যেই ঠাকুমা চলে গেল। মা ও বাবাও শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। এখনও মৌলীর কথা মনে পড়লে ওঁরা কাঁদে। বলতে পারেন আমাদের পুরো পরিবারটাই মানসিকভাবে পুরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। এরপর জীবনটাই একেবারে পালটে গেল আমাদের। বাবা আর ঐ বাড়িটাতেই থাকতে চাইল না। মৌলীর স্মৃতি যন্ত্রণা দিত তাঁকে। আমরা তখন ওই বাড়ি ছেড়ে অজয়নগরে চলে আসি।"

"আগে কোথায় থাকতেন?"

"ম্যাম প্লিজ আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না। আমি আপনার অনেক ছোটো হব।"হাসল পিউকলি। বলল, "ওকে। তুমি বলেই বলব। আর তুমিও তা হলে ম্যাম ম্যাম করো না। পরিষ্কার দিদি বলে ডাকতে পারো।"

একমুখ হেসে বাধ্য মেয়ের মতো এক দিকে মাথা ঝাঁকাল মৌরবী। পিউকলি বলল, "তা বলো, আগে কোথায় থাকতে তোমরা?"

"আগে আমরা বনডিহায় থাকতাম। বাবা ওখানে ফ্যাবিলিন নামের একটা টেক্সটাইল কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসেন। এখন বাবা রেলওয়েতে আছেন।"

"তা হলে তোমার বোন হারিয়ে গেছে আনুমানিক চৌদ্দো-পনেরো বছর হল?"

"এগজাক্টলি ষোলো বছর চার মাস।"

"ষোলো বছর! এই এতগুলো বছরে ওর কোনও খবরই পাওনি তাই তো? আচমকাই আজকে এই পরিটা দেখে মনে হচ্ছে এই সেই তোমার হারিয়ে যাওয়া বোন?"

"ঠিক তাই ম্যাম। ইনফ্যাক্ট আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, ও আর বেঁচেই নেই।"

"কেন? তেমন ভেবে নিয়েছিলে কেন? হারিয়ে যাওয়া মানেই তো মরে যাওয়া বা খুন হওয়া নয়।"

"আসলে আগে তো খারাপ ভাবনাটাই মাথায় আসে। তা ছাড়া মৌলী হারিয়ে যাওয়ার দুই কী আড়াই বছর বাদেই বনডিহার সেই কঙ্কাল কুয়োটা ডিসকভার হয়। আপনি জানেন তো ঘটনাটা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। সেই কুখ্যাত নিমেষ কুমার কেস তো?"

"হ্যাঁ ম্যাম সেটাই। ঔ কুয়ো থেকে পাওয়া কঙ্কালগুলোর অধিকাংশই ছিল বাচ্চাদের কঙ্কাল। আমাদের ধারণা হয়, সম্ভবত মৌলীরও..." কথাটা শেষ করতে পারে না মৌরবী। স্বর ধরে আসে। হাতের রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছে সে। পিউকলি বলল, "আই ফিল সো সরি মৌরবী। ওই নিমেষ কুমার একটা জঘন্য পিডোফাইল ছিল। যদিও লোকটা পুলিশ কাস্টোডিতে নেওয়ার আগেই খুন হয়ে গেল। নইলে আমার ধারণা, ও বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু বাইরে আসত। যাইহোক, আমি তোমার বিষয়টা খোঁজ করব। দেখি কোনও সাহায্য করতে পারি কি না।"

"আমি কিন্তু অনেক আশা নিয়ে এসেছি ম্যাম। সরি, আই মিন দিদি। পারলে একমাত্র আপনিই পারবেন।" ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসল পিউকলি, "আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। যদি প্রমাণ হয়ে যায়, ওই পরি মোটেই পরি নয়, তা হলেই তোমার দাবিটা পোক্ত হয়ে যাবে। আগে তো দেখি, পরিটা সম্পর্কে কী তথ্য পাই। যেটাই হোক, তোমাকে সব জানাব।"

তিন

মৌরবী বেরিয়ে গিয়েছে ঘণ্টা দুয়েক হল, কিন্তু এখনও পিউকলিকে ভাবাচ্ছে ওর কথাগুলো। এরই ফাঁকে একটু পরপরই টি-ভির খবর দেখে নিচ্ছে। একবার লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ বিধুভূষণ তোপদারকে ফোন করেও লেটেস্ট খবর জানতে চেয়েছে। তখনই জেনেছে পরিটাকে নিয়ে